Q. মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির পার্থক্য লেখ,

Answer.

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে (১২-৩৫) মৌলিক অধিকার সমূহ এবং চতুর্থ অংশে রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিগুলি লিপিবদ্ধ আছে, মৌলিক অধিকার বলতে সেই সমস্ত অধিকারকে বোঝায় যেগুলি মানুষের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য এবং রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, নির্দেশমূলক নীতি হল সেই সমস্ত নির্দেশাবলী যেগুলি রাষ্ট্র পরিচালনার পথকে সুগম করে তোলে, তবে উভয়েই অধিকার সম্বন্ধে হলেও তাদের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে। সেগুলি নিম্নরূপ —

(i) মৌলিক অধিকার হল নেতিবাচক, অর্থাৎ রাষ্ট্র কোন কোন কাজ করতে পারবে না তা নির্দেশ দেয়, কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলি জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালনের কথা সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ এটি হল ইতিবাচক,

(ii) মৌলিক অধিকারগুলি কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রকে কোন বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হয় না, কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলি এককভাবে কার্যকরী হতে পারে না। কার্যকর করার জন্য আইনপ্রণয়ন করতে হয়।

(iii) নির্দেশমূলক নীতির ভিত্তিতে কোন মামলা আদালতে দায়ের করতে চায় তাহলে তা আদালত গ্রহণ করবে না, যেহেতু এই নীতিগুলি আদালত বলবৎযোগ্য নয়। তবে এর ও কিছু ব্যতিক্রম আছে। মৌলিক অধিকারগুলি আদালত অগ্রাহ্য করতে পারে না, মৌলিক অধিকারের সঙ্গে নির্দেশমূলক নীতির বিরোধ হলে নির্দেশমূলক নীতিগুলি গ্রাহ্য হবে না।

(iv) মৌলিক অধিকারের উদ্দেশ্যই হল গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন, ভারতে এগুলি প্রধানত রাজনৈতিক প্রকৃতিসম্পন্ন, কিন্তু নির্দেশমূলক নীতির উদ্দেশ্যই হল জনকল্যাণকামী সরকার গঠন, অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক

ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে।

(৫) মৌলিক অধিকারে সরকার নিছক হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলি প্রয়োজনে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে।

1. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়?

Ans. নাগরিকগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য কতকগুলি অধিকার পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রেই স্বীকৃত হয়েছে। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি এই শ্রেণীর অধিকারের পর্যায়ভুক্ত। এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) বলে অভিহিত করা হয়। মৌলিক অধিকার হল রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আইনগতভাবে বলবৎযোগ্য অধিকার।

2. ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের (Fundamental Rights) বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।

Ans. ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এইগুলি হল ঃ

(a) স্বাভাবিক সময়ে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে তার প্রতিকারের জন্য নাগরিক আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে।

(b) মৌলিক অধিকারগুলি অবাধ বা নিরঙ্কুশ নয়।

(c) মৌলিক অধিকারগুলির উপর বাধানিষেধ আরোপ করার যে ক্ষমতা রাষ্ট্রের উপর অর্পিত হয়েছে তা বিশেষ ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

3. ভারতীয় সংবিধানভুক্ত অধিকারগুলিকে কটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে?

Ans. ভারতীয় সংবিধানভুক্ত অধিকারগুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। (a) মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) এবং (b) রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles of State Policy)। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে মূল পার্থক্য হল যে, মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য, কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে বলবৎ করার ক্ষমতা আদালতের নেই।

4. অধিকার সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি কি কি?

Ans. স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য সাধারণত যে সব পন্থা নির্দেশ করা হয় তার মধ্যে আছে আইনের অনুশাসন, ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবিধানে অধিকারের ঘোষণা ইত্যাদি।

5. ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি কত প্রকার?

Ans. ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদে (Part–III) মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই অধিকারগুলিকে ছ-টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা—(১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার এবং (৬) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

6. ভারতীয় সংবিধানে কেন মৌলিক অধিকার প্রদত্ত হয়েছে?

Ans. সংবিধানে মৌলিক অধিকার ঘোষণা করার কয়েকটি কারণ হল—(১) সংবিধানে অধিকার লিপিবদ্ধ থাকলে জনগণও জানতে পারে তাদের অধিকার কি কি এবং আর এইসব অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে। (২) নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে লিপিবদ্ধ করলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সার্থক করে তোলার পথ সুগম হয়। (৩) সংবিধানে অধিকার লিপিবদ্ধ না থাকলে এইসব অধিকার আইন ও শাসনবিভাগ দ্বারা ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

7. কেন কিছুসংখ্যক অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলা হয়?

Ans. বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক যে সব অধিকার ভোগ করে তার মধ্যে কতকগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা হয় কারণ, এই অধিকার মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। এগুলি ছাড়া ব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ করা, তার সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তোলা সম্ভব নয়। মৌলিক অধিকারগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য।

8. তুমি কি মনে করো মৌলিক অধিকারগুলি অবাধ?

Ans. ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি অবাধ বা নিরঙ্কুশ নয়। প্রকৃতপক্ষে, কোনো অধিকারই অবাধ ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে পারে না, কারণ অধিকার অবাধ হলে সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সকলে যাতে সমানভাবে অধিকারগুলি ভোগ করতে পারে সেইজন্য অধিকারের উপর রাষ্ট্র যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করে থাকে।

9. ভারতীয় সংবিধানের ১৪নং ধারাটি লেখ।

Ans. সংবিধানের ১৪নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্র আইনের দৃষ্টিতে সাম্য অথবা আইনসমূহ দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না।" এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অধিকার দুটি হল—আইনের দৃষ্টিতে সমতার অধিকার এবং আইনসমূহের দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকার।

10. ভারতীয় সংবিধানে ১৫নং ধারাটি কিভাবে বর্ণিত হয়েছে?

Ans. সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি কেবলমাত্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান বা নারী-পুরুষ ভেদে পৃথক আচরণ করতে পারবে না। কোনো নাগরিক আবার উপরিউক্ত কারণগুলির কোনোটির জন্য দোকান, সাধারণের ব্যবহার্য রেস্তোরাঁ, হোটেল এবং সরকারী অর্থে পরিচালিত কূপ, পুষ্করিণী, স্নানাগার বা সমাগম স্থানের ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

11. ভারতীয় সংবিধানে ১৬নং ধারাটি কিভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে?

Ans. সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগ ও সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। জাতি, ধর্ম, স্ত্রী, পুরুষ, বর্ণ, বংশ ও জন্মস্থান ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও কেবলমাত্র এই কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ব্যক্তি সরকারী চাকরীলাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আবার এইসব কারণের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না।

12. ভারতীয় সংবিধানে ১৭নং ধারাটি কিভাবে বর্ণিত হয়েছে?

Ans. সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, 'অস্পৃশ্যতা' নিষিদ্ধ করা হল। অস্পৃশ্যতার সাথে জড়িত যে-কোনো আচরণ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। অস্পৃশ্যতার অজুহাতে কোনো ব্যক্তিকে অযোগ্য বলে কোনো অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে তা আইনানুসারে দণ্ডনীয়